لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

পূর্ণাঙ্গ উমরাহ গাইড

কুরআন ও সহীহ হাদীসের রেফারেন্সসহ ধাপে ধাপে নিয়ম, দোয়া ও প্রস্তুতি

বাংলাদেশি উমরাহ যাত্রীদের জন্য

সংকলন: নভেম্বর ২০২৬ (১৪৪৮ হিজরি মৌসুম)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

এই বইটি সম্পর্কে জরুরি কথা

এই গাইডটি কুরআনুল কারীম, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থের দলিলের ভিত্তিতে সংকলিত। যেখানে মাযহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ আছে, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মত এবং বাংলাদেশে প্রচলিত **হানাফি মাযহাবের** মত আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

⚠ পড়ার আগে অবশ্যই জেনে নিন

১. এটি কোনো ফতোয়া নয়। এটি একটি সহায়ক গাইড, যা এআই (Claude) দ্বারা সংকলিত। ইবাদতের খুঁটিনাটি মাসআলায় (বিশেষ করে ভুল হয়ে গেলে দম/কাফফারা লাগবে কিনা) অবশ্যই একজন নির্ভরযোগ্য আলেম বা মুফতির সাথে পরামর্শ করুন।

২. হাদীস নম্বর সম্পর্কে। এখানে বুখারীর নম্বর প্রচলিত আন্তর্জাতিক (ফাতহুল বারী / sunnah.com) নম্বরায়ন অনুযায়ী এবং মুসলিমের নম্বর মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকীর নম্বরায়ন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে প্রকাশিত কিছু অনুবাদ সংস্করণে (যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশন) নম্বর ভিন্ন হতে পারে। আমি যথাসাধ্য সতর্ক থেকেছি, তবু কিছু নম্বরে ভুল থাকতে পারে, তাই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থ বা sunnah.com-এ মিলিয়ে নিন।

৩. সৌদি নিয়মকানুন প্রায় প্রতি মৌসুমে বদলায়। ভিসা, নুসুক পারমিট, টিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত পাওয়া সংবাদ ও প্রকাশনার ভিত্তিতে লেখা। যাত্রার আগে সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়, নুসুক অ্যাপ এবং আপনার লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্সির কাছ থেকে সর্বশেষ তথ্য নিশ্চিত করুন।

সূচিপত্র

১. উমরাহর পরিচয় ও ফজিলত

২. উমরাহর রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত

৩. যাত্রার প্রস্তুতি: ভিসা, নুসুক, টিকা ও কাগজপত্র

৪. যাত্রার রোডম্যাপ: ঘর থেকে উমরাহ পর্যন্ত

৫. মীকাত: কোথায় ইহরাম বাঁধবেন

৬. ইহরাম: প্রস্তুতি, নিয়ত ও তালবিয়া

৭. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ও তার প্রতিকার

৮. মসজিদুল হারামে প্রবেশ ও তাওয়াফ

৯. মাকামে ইবরাহীমে নামাজ ও জমজম

১০. সাফা-মারওয়ার সাঈ

১১. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

১২. নারীদের জন্য বিশেষ মাসআলা

১৩. মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারত

১৪. যিয়ারত ও দর্শনীয় স্থান: চিত্রসহ বিবরণ

১৫. সাধারণ ভুলত্রুটি যা এড়িয়ে চলবেন

১৬. এক পাতায় উমরাহ (সারসংক্ষেপ)

১৭. তথ্যসূত্র

অধ্যায় ১

উমরাহর পরিচয় ও ফজিলত

উমরাহ (عُمْرَة) শব্দের আভিধানিক অর্থ যিয়ারত বা সাক্ষাৎ করা। শরীয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে সম্পন্ন ইবাদতকে উমরাহ বলে। হজের মতো উমরাহর নির্দিষ্ট দিন নেই; বছরের প্রায় যেকোনো সময় করা যায়।

কুরআনে উমরাহ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

অর্থ: “আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও উমরাহ পূর্ণ করো।”

সূরা আল-বাকারা ২:১৯৬

উমরাহর ফজিলত (সহীহ হাদীস থেকে)

- **এক উমরাহ থেকে আরেক উমরাহ মধ্যবর্তী গুনাহের কাফফারা।** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত মধ্যবর্তী (গুনাহের) কাফফারা, আর মাবরুর (কবুল) হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছু নয়। [বুখারী ১৭৭৩; মুসলিম ১৩৪৯]
- **রমজানের উমরাহ হজের সমতুল্য।** রাসূল ﷺ এক আনসারি মহিলাকে বলেছিলেন, রমজানে উমরাহ করা (সওয়াবের দিক থেকে) হজের সমান। [বুখারী ১৭৮২; মুসলিম ১২৫৬] (এটি ফরজ হজের বিকল্প নয়; শুধু সওয়াবের দিক থেকে।)
- **হজ ও উমরাহ দারিদ্র্য ও গুনাহ দূর করে।** এ মর্মে হাদীস তিরমিযী (৮১০) ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে; ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহীহ বলেছেন। [তিরমিযী ৮১০]

উমরাহর বিধান

উমরাহ ফরজ না সুন্নাত, এ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে:

মাযহাব	মত
হানাফি ও মালিকি	জীবনে একবার উমরাহ করা **সুন্নাতে মুআক্কাদা** (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত)।
শাফেয়ি ও হাম্বলি (প্রসিদ্ধ মত)	সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার উমরাহ **ওয়াজিব/ফরজ**। দলিল: সূরা বাকারা ২:১৯৬।

উভয় মতেই সামর্থ্য থাকলে উমরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপুল সওয়াবের কাজ।

ইখলাস ও নিয়তের বিশুদ্ধতা

সব আমলের মতো উমরাহও নিয়তের উপর নির্ভরশীল। রাসূল ﷺ বলেছেন: “সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।” [বুখারী ১; মুসলিম ১৯০৭] তাই লোক দেখানো, ছবি তোলা বা সামাজিক মর্যাদার উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত থেকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উমরাহ করুন। হালাল উপার্জন থেকে খরচ করার চেষ্টা করুন।

অধ্যায় ২

উমরাহর রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত

উমরাহর কাজ মোট চারটি: **ইহরাম** → **তাওয়াফ** → **সাঈ** → **মাথা মুণ্ডন/চুল ছোট করা**। তবে কোনটি রুকন (যা বাদ পড়লে উমরাহ হবে না) আর কোনটি ওয়াজিব (যা বাদ পড়লে দম বা কাফফারা দিয়ে পূরণ হয়), তা নিয়ে মাযহাবে পার্থক্য আছে।



চিত্র: উমরাহর চারটি ধাপ, ক্রমানুসারে

কাজ	হানাফি মাযহাব	শাফেয়ি / হাম্বলি / মালিকি (সংক্ষেপে)
ইহরাম	শর্ত (এটি ছাড়া উমরাহ শুরুই হয় না)	রুকন
তাওয়াফ	ফরজ (রুকন); সাত চক্করের অধিকাংশ (৪ চক্কর) রুকন, বাকি ৩ চক্কর ওয়াজিব	রুকন (সাত চক্করই আবশ্যক)
সাঈ	ওয়াজিব	রুকন
হলক/কসর	ওয়াজিব	শাফেয়িদের কাছে রুকন; হাম্বলি ও মালিকিদের কাছে ওয়াজিব
মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা	ওয়াজিব	ওয়াজিব

> **হানাফি মাযহাব অনুযায়ী সংক্ষেপে**
>
> উমরাহর **ফরজ দুটি:** ইহরাম (শর্ত হিসেবে) ও তাওয়াফ। **ওয়াজিব দুটি:** সাফা-মারওয়ার সাঈ এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা। কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সাধারণত দম (হারামের সীমানায় একটি ছাগল/ভেড়া কুরবানি) দিতে হয়। এ ছাড়া তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ হানাফি মতে ওয়াজিব।

গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতসমূহ

- ইহরামের আগে গোসল করা, শরীরে (কাপড়ে নয়) সুগন্ধি লাগানো।
- ইহরামের পর বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা (পুরুষ উচ্চস্বরে, নারী নিচু স্বরে)।

- পুরুষদের জন্য তাওয়াফে ইযতিবা (ডান কাঁধ খোলা রাখা) এবং প্রথম তিন চক্করে রমল (ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটা)।
- হাজরে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ বা ইশারা করা; রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা (সম্ভব হলে)।
- তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাত নামাজ, জমজম পান।
- সাঈতে সবুজ বাতির মাঝখানে পুরুষদের দৌড়ানো (হালকা দৌড়)।

অধ্যায় ৩

যাত্রার প্রস্তুতি: ভিসা, নুসুক, টিকা ও কাগজপত্র

⚠ সর্বশেষ নিয়ম যাচাই করুন

নিচের তথ্য নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদ ও ভ্রমণ-সংস্থার প্রকাশনার ভিত্তিতে। এর কিছু তথ্য দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্র (যেমন ট্রাভেল ব্লগ) থেকে নেওয়া, সরাসরি সৌদি সরকারি নথি থেকে নয়। সৌদি আরব প্রায় প্রতি মৌসুমে নিয়ম পরিবর্তন করে। চূড়ান্ত তথ্যের জন্য দেখুন: নুসুক (nusuk.sa), সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয় (haj.gov.sa) এবং সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (moh.gov.sa)।

১৪৪৮ হিজরি উমরাহ মৌসুম (২০২৬–২৭)

প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৪৪৮ হিজরির উমরাহ মৌসুম ৩১ মে ২০২৬ থেকে শুরু হয়েছে এবং ১ জুন ২০২৬ থেকে উমরাহ পারমিটে মক্কায় প্রবেশ চালু হয়েছে। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী (যাচাই সাপেক্ষ):

বিষয়	তারিখ (প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী)
উমরাহ ভিসা ইস্যুর শেষ তারিখ	৯ মার্চ ২০২৭
উমরাহ ভিসায় সৌদি আরবে প্রবেশের শেষ তারিখ	২৩ মার্চ ২০২৭
সকল উমরাহ যাত্রীর সৌদি আরব ত্যাগের শেষ তারিখ	৭ এপ্রিল ২০২৭

হজ মৌসুমের আগে প্রতি বছর একটি সময়ের জন্য উমরাহ ভিসায় প্রবেশ ও মক্কায় প্রবেশ সীমিত করা হয়। এই তারিখগুলো পরিবর্তন হতে পারে।

ভিসা ও নুসুক পারমিট: দুটি আলাদা জিনিস

- **ভিসা** আপনাকে সৌদি আরবে প্রবেশের অনুমতি দেয়।
- **নুসুক পারমিট** হলো নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে উমরাহ করার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের স্লট বুকিং। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এটি সবার জন্য বাধ্যতামূলক, ভিসার ধরন যাই হোক।
- মদিনায় **রওজা শরীফে** (রিয়াদুল জান্নাহ) নামাজের জন্য নুসুক অ্যাপে আলাদা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে।
- প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২৬ সালের হালনাগাদ নিয়মে, উমরাহ ভিসা ইস্যুর **৩০ দিনের মধ্যে** সৌদিতে প্রবেশ করতে হয়, নইলে ভিসা বাতিল হয়ে যায়। ভিসা আবেদনের সাথে নুসুক-অনুমোদিত হোটেল বুকিং যুক্ত থাকা প্রয়োজন বলে জানা গেছে।
- প্রতিবেদন অনুযায়ী পর্যটন ভিসাসহ অন্যান্য বৈধ ভিসাধারীরাও নুসুক পারমিট নিয়ে উমরাহ করতে পারেন। বাংলাদেশি নাগরিকরা কোন ভিসার জন্য যোগ্য, তা আপনার এজেন্সি বা সৌদি দূতাবাস থেকে নিশ্চিত হয়ে নিন।

টিকা (স্বাস্থ্যগত শর্ত)

সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ ও উমরাহ যাত্রীদের জন্য **মেনিনজাইটিস (কোয়াড্রিভ্যালেন্ট ACYW) টিকা** বাধ্যতামূলক এবং তা আগমনের **অন্তত ১০ দিন আগে** নিতে হয়। ২০২৫ মৌসুমের নির্দেশনায় এটি এক বছরের বেশি বয়সী সব

উমরাহ যাত্রীর জন্য প্রযোজ্য ছিল। ২০২৬–২৭ মৌসুমের নির্দিষ্ট শর্ত সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ নির্দেশিকায় যাচাই করুন। ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অন্যান্য টিকা সাধারণত সুপারিশকৃত।

কাগজপত্র চেকলিস্ট

- ☐ পাসপোর্ট (মেয়াদ যথেষ্ট আছে কিনা এজেন্সির কাছে নিশ্চিত হোন)
- ☐ উমরাহ/বৈধ ভিসার কপি (প্রিন্ট ও মোবাইলে)
- ☐ নুসুক অ্যাপ ইনস্টল ও নিবন্ধন
- ☐ উমরাহ পারমিট (QR কোড)
- ☐ হোটেল বুকিং কনফার্মেশন
- ☐ বিমান টিকিট (যাওয়া-আসা)
- ☐ মেনিনজাইটিস টিকার সার্টিফিকেট
- ☐ নিয়মিত ওষুধ ও প্রেসক্রিপশন
- ☐ পাসপোর্ট সাইজ ছবি
- ☐ এজেন্সির গাইড/মুয়াল্লিমের ফোন নম্বর
- ☐ স্বাস্থ্য/ভ্রমণ বীমা (যদি থাকে)
- ☐ জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি

যা সাথে নেবেন

- ☐ পুরুষ: অন্তত ২ সেট ইহরামের কাপড়
- ☐ ইহরামের বেল্ট (টাকা-পাসপোর্ট রাখার)
- ☐ গোড়ালি ও পায়ের উপরিভাগ খোলা স্যান্ডেল
- ☐ সুগন্ধিমুক্ত সাবান/শ্যাম্পু (ইহরাম অবস্থার জন্য)
- ☐ ছোট জুতার ব্যাগ (মসজিদে নেওয়ার জন্য)
- ☐ ছাতা, পানির বোতল
- ☐ ছোট কাঁচি (চুল ছোট করার জন্য)
- ☐ পকেট কুরআন/দোয়ার বই
- ☐ সাধারণ ওষুধ (জ্বর, সর্দি, পেটের)
- ☐ ফোন চার্জার, পাওয়ার ব্যাংক

অধ্যায় ৪

যাত্রার রোডম্যাপ: ঘর থেকে উমরাহ পর্যন্ত

নিচের রোডম্যাপে বাংলাদেশে নিজের ঘর থেকে শুরু করে বিমানবন্দর, মীকাত, মক্কা, মদিনা হয়ে দেশে ফেরা পর্যন্ত পুরো যাত্রা ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে। প্যাকেজ ও এয়ারলাইনভেদে ক্রম কিছুটা ভিন্ন হতে পারে (যেমন কেউ আগে মদিনা যান)।



চিত্র: রোডম্যাপ ১ম অংশ — ঘর থেকে সৌদি আরবে পৌঁছানো পর্যন্ত



চিত্র: রোডম্যাপ ২য় অংশ — সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরা পর্যন্ত

ধাপগুলোর বিস্তারিত

১. ঘরে প্রস্তুতি

- ভিসা, নুসুক পারমিট, হোটেল বুকিং ও বিমান টিকিটের কপি মোবাইলে ও কাগজে রাখুন।
- যাত্রার অন্তত ১০ দিন আগে মেনিনজাইটিস টিকা নিন (সৌদি শর্ত, যাচাই সাপেক্ষ)।
- পরিবারের কাছে বিদায় নিন, ক্ষমা চেয়ে নিন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সফরের দোয়া পড়ুন।

২–৩. বিমানবন্দর

- বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট প্রধানত **ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর** থেকে ছাড়ে। কিছু এয়ারলাইন **চট্টগ্রাম (শাহ আমানত)** ও **সিলেট (ওসমানী)** থেকেও সৌদি ফ্লাইট চালায় বলে জানা যায়; আপনার টিকিটে কোন বিমানবন্দর, তা নিশ্চিত হোন।
- আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে সাধারণত ৩ ঘণ্টা আগে পৌঁছানোর পরামর্শ দেওয়া হয়; এয়ারলাইনের নির্দেশনাই চূড়ান্ত।
- ধাপ: এয়ারলাইন কাউন্টারে চেক-ইন ও ব্যাগেজ জমা → বহির্গমন ইমিগ্রেশন → নিরাপত্তা তল্লাশি → বোর্ডিং গেট।

- তরল পদার্থ, ধারালো জিনিস (কাঁচি) কেবিন ব্যাগে না রেখে চেক-ইন ব্যাগে রাখুন।

৪–৫. ইহরাম ও মীকাত

- ঘরে বা বিমানবন্দরে গোসল সেরে পুরুষরা ইহরামের কাপড় পরে নিন (বিমানে কাপড় বদলানো কঠিন)। নারীরা সাধারণ শালীন পোশাকে থাকবেন।
- ট্রানজিট ফ্লাইট হলে শেষ ফ্লাইটে ওঠার আগে ইহরামের কাপড় পরতে পারেন।
- নিয়ত ও তালবিয়া শুরু করুন মীকাত অতিক্রমের আগে; বিমানে সাধারণত ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণা মিস হওয়ার আশঙ্কায় কিছুটা আগে নিয়ত করা নিরাপদ। (আগে মদিনা গেলে এই ধাপ মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার সময়।)

৬. সৌদি আরবে পৌঁছে

- সাধারণত জেদ্দার কিং আব্দুল আযীয আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বা মদিনার প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ হয়।
- ইমিগ্রেশন ও ব্যাগেজ সংগ্রহের পর এজেন্সির বাস অথবা হারামাইন হাই-স্পিড ট্রেনে (জেদ্দা–মক্কা–মদিনা রুট) হোটেলে যাওয়া যায়। সময় ও ভাড়া এজেন্সি বা ট্রেন কর্তৃপক্ষ থেকে জেনে নিন।
- ইহরাম অবস্থায় থাকলে এ পুরো সময় তালবিয়া পড়তে থাকুন এবং ইহরামের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলুন।

৭–৮. মক্কায় উমরাহ

হোটেলে পৌঁছে বিশ্রাম নিন, প্রয়োজনে খেয়ে নিন। তারপর অজু করে নুসুক পারমিটের নির্ধারিত সময়ে মসজিদুল হারামে গিয়ে তাওয়াফ, দুই রাকাত নামাজ, জমজম পান, সাঈ এবং হলক/কসর করে উমরাহ সম্পন্ন করুন (বিস্তারিত পরের অধ্যায়গুলোতে)।

৯–১০. মদিনা ও দেশে ফেরা

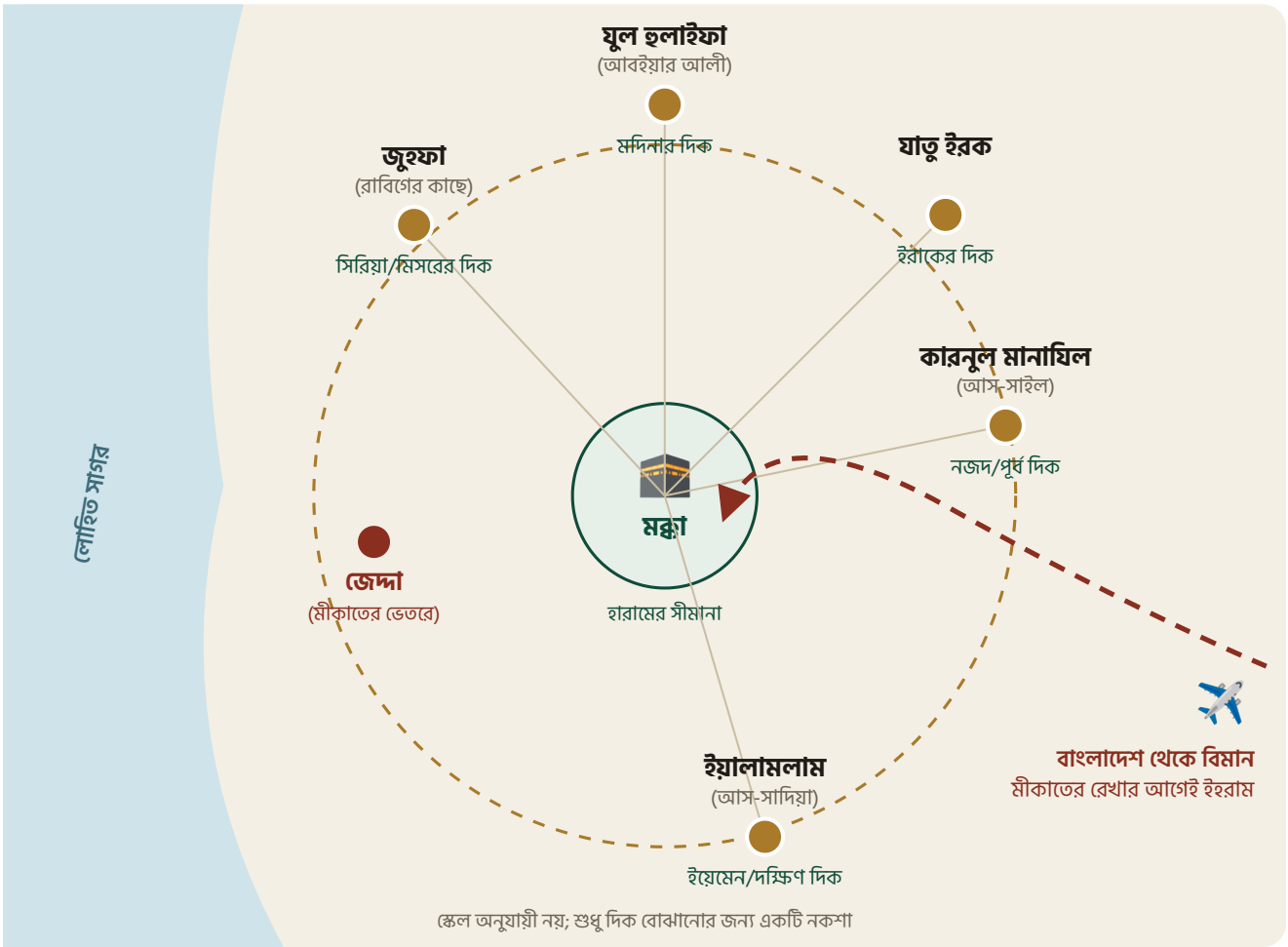
মক্কা থেকে মদিনা সাধারণত বাস বা ট্রেনে যাওয়া হয়। মদিনায় ইহরাম লাগে না। ফেরার সময় অনেক এয়ারলাইন জমজম পানি বহনের সুযোগ দেয়; পরিমাণ ও নিয়ম এয়ারলাইনের কাছ থেকে জেনে নিন।

অধ্যায় ৫

মীকাত: কোথায় ইহরাম বাঁধবেন

মীকাত হলো সেই নির্ধারিত সীমানা, যা হজ বা উমরাহর নিয়তে মক্কায় আগমনকারী ব্যক্তি ইহরাম ছাড়া অতিক্রম করতে পারে না। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ মীকাতগুলো নির্ধারণ করে বলেছেন, এগুলো সেসব এলাকার অধিবাসীদের জন্য এবং যারা অন্য এলাকা থেকে এগুলো দিয়ে আসে তাদের জন্যও। [বুখারী ১৫২৪; মুসলিম ১১৮১]

মীকাত	বর্তমান নাম/অবস্থান	কাদের জন্য
যুল হুলাইফা	আবইয়ার আলী (মদিনার কাছে)	মদিনা থেকে আগতরা
জুহফা	রাবিগের কাছে	সিরিয়া, মিসর ও পশ্চিম দিক থেকে আগতরা
কারনুল মানাযিল	আস-সাইল আল-কাবীর	নজদ ও পূর্ব দিক থেকে আগতরা
ইয়ালামলাম	আস-সাদিয়া	ইয়েমেন ও দক্ষিণ দিক থেকে আগতরা
যাতু ইরক	—	ইরাক থেকে আগতরা [মুসলিম ১১৮৩]



চিত্র: মক্কার চারপাশে মীকাতসমূহ এবং বাংলাদেশ থেকে আগত বিমানের সম্ভাব্য দিক (প্রতীকী নকশা)

বাংলাদেশ থেকে বিমানে গেলে

১ **সরাসরি জেদ্দা গেলে:** বিমান সাধারণত ইয়ালামলাম বা কারনুল মানাযিলের সমান্তরাল দিয়ে মীকাত অতিক্রম করে। অধিকাংশ আলেমের মতে জেদ্দা মীকাতের ভেতরে, তাই **জেদ্দায় নেমে ইহরাম বাঁধা ঠিক নয়**; বিমানে মীকাত অতিক্রমের আগেই ইহরাম বাঁধতে হবে।

২ **করণীয়:** ঢাকায় বা ট্রানজিট বিমানবন্দরে গোসল সেরে ইহরামের কাপড় পরে নিন। বিমানে মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছালে সাধারণত ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন (বা কিছুটা আগে) নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ শুরু করুন।

৩ **আগে মদিনা গেলে:** মদিনায় থাকাকালীন ইহরাম লাগবে না। মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার সময় যুল হুলাইফা (আবইয়ার আলী) মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবেন।

সতর্কতা

উমরাহর নিয়তে কেউ ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করলে, তাকে মীকাতে ফিরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে; না ফিরলে অধিকাংশ আলেমের মতে দম (একটি পশু কুরবানি) ওয়াজিব হয়। কিছু সমসাময়িক আলেম জেদ্দাকে মীকাত হিসেবে গ্রহণ করার মত দিয়েছেন, কিন্তু এটি সংখ্যালঘু মত। সাবধানতার জন্য বিমানেই ইহরাম বাঁধুন।

মক্কায় অবস্থানরত ব্যক্তি

যিনি ইতিমধ্যে মক্কায় আছেন (যেমন হজের পর বা কাজের সূত্রে) এবং আরেকটি উমরাহ করতে চান, তিনি হারামের সীমানার বাইরে (হিল্ল এলাকায়) গিয়ে ইহরাম বাঁধবেন, যেমন তানঈম (মসজিদে আয়েশা) বা জিরানা। রাসূল ﷺ আয়েশা (রা.)-কে তানঈম থেকে উমরাহ করিয়েছিলেন। [বুখারী, কিতাবুল উমরাহ; মুসলিম ১২১১]

অধ্যায় ৬

ইহরাম: প্রস্তুতি, নিয়ত ও তালবিয়া

ইহরাম হলো উমরাহ বা হজ শুরু করার নিয়ত করা। শুধু ইহরামের কাপড় পরাকে ইহরাম বলে না; কাপড় পরার পর নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করলে ইহরাম শুরু হয়।

ইহরামের আগে প্রস্তুতি (সুন্নাত)

১. নখ কাটা, বগল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, প্রয়োজনে গোঁফ ছাঁটা।

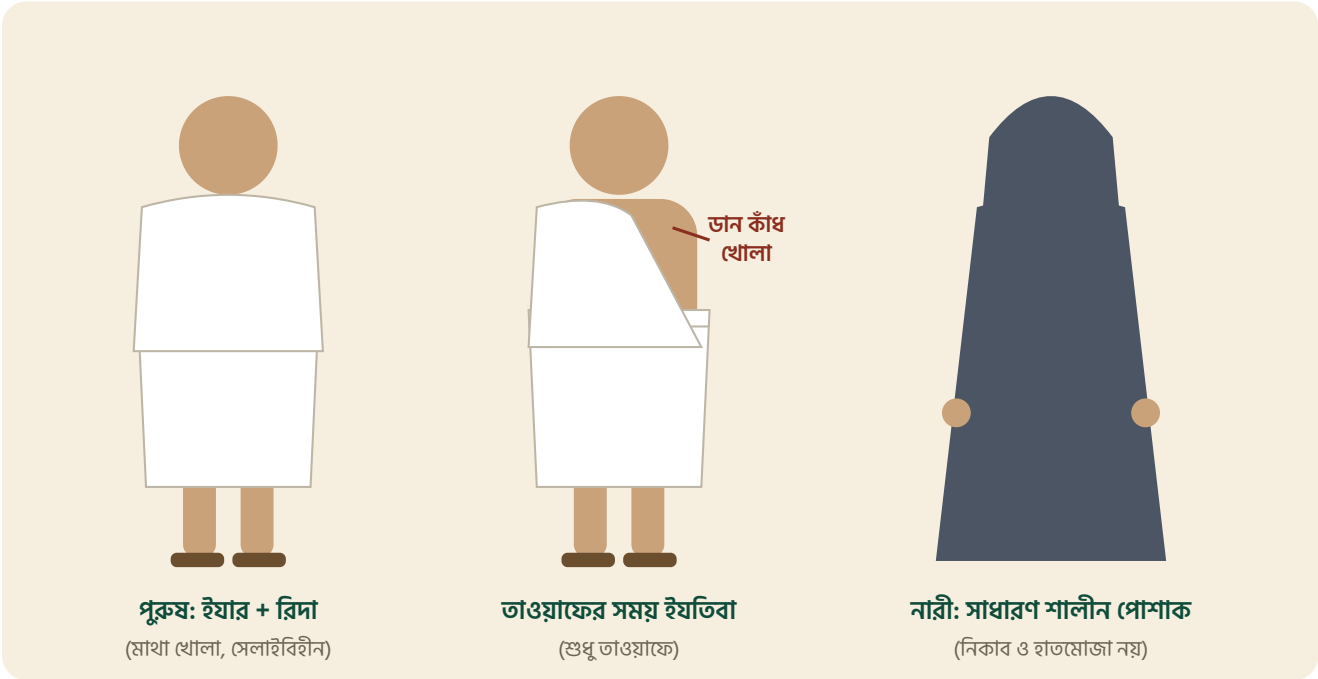
২. গোসল করা (নারীদের হায়েজ-নেফাস অবস্থায়ও গোসল করা সুন্নাত)। রাসূল ﷺ ইহরামের জন্য গোসল করেছেন। [তিরমিযী ৮৩০] আসমা বিনতে উমাইস (রা.) নেফাস অবস্থায় থাকলে তাঁকে গোসল করে ইহরাম বাঁধতে বলা হয়েছিল। [মুসলিম ১২১৮]

৩. শরীরে (মাথা, দাড়িতে) সুগন্ধি লাগানো, কাপড়ে নয়। আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺ-কে ইহরামের আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতেন। [বুখারী ১৫৩৯; মুসলিম ১১৮৯]

৪. **পুরুষ:** সেলাইবিহীন দুটি সাদা কাপড় (একটি লুঙ্গির মতো পরার জন্য *ইযার*, অন্যটি গায়ে জড়ানোর জন্য *রিদা*) পরা। এমন স্যান্ডেল পরা যাতে পায়ের উপরিভাগের মাঝের উঁচু হাড় খোলা থাকে।

৫. **নারী:** শরীর ঢাকা যেকোনো সাধারণ শালীন পোশাক পরবেন; নির্দিষ্ট কোনো রং আবশ্যক নয়। তবে নিকাব (মুখের সাথে লাগানো নেকাব) ও হাতমোজা পরবেন না। [বুখারী ১৮৩৮]

৬. কোনো ফরজ নামাজের সময় হলে নামাজের পর ইহরাম বাঁধা উত্তম। ইহরামের জন্য আলাদা নির্দিষ্ট দুই রাকাত নামাজ আছে কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে; হানাফিসহ অনেক আলেম দুই রাকাত সুন্নাত মনে করেন (মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে)।



চিত্র: পুরুষ ও নারীর ইহরামের পোশাক; মাঝের চিত্রে তাওয়াফের সময়ের ইযতিবা

নিয়ত

নিয়ত মূলত অন্তরের সংকল্প। মুখে বলা সুন্নাহসম্মত শব্দ হলো:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

উচ্চারণ: লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা উমরাতান।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি উমরাহর জন্য হাজির।

"লাব্বাইকা উমরাতান" শব্দে নিয়ত সাহাবিদের আমল থেকে প্রমাণিত; দ্র. মুসলিম ১২৫১ (আনাস রা.)

শর্তযুক্ত নিয়ত (অসুস্থ বা বাধার আশঙ্কা থাকলে)

যদি অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে উমরাহ শেষ করতে না পারার আশঙ্কা থাকে, তাহলে নিয়তের সাথে এই শর্ত যুক্ত করা যায়। রাসূল ﷺ দুবাআ বিনতে যুবাইর (রা.)-কে এটি শিখিয়েছিলেন: [বুখারী ৫০৮৯; মুসলিম ১২০৭]

فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

উচ্চারণ: ফা-ইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা-মাহিল্লী হাইসু হাবাসতানী।

অর্থ: যদি কোনো বাধা আমাকে আটকে দেয়, তবে যেখানে তুমি আমাকে আটকাবে সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।

> **হানাফি মত**
>
> হানাফি মাযহাবে এই শর্ত করলেও বাধাপ্রাপ্ত হলে দম দিয়ে হালাল হতে হয় বলে প্রসিদ্ধ মত। শাফেয়ি ও হাম্বলি মতে শর্ত করলে দম ছাড়াই হালাল হওয়া যায়।

তালবিয়া

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণ: লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক।

অর্থ: আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব তোমারই, তোমার কোনো শরিক নেই।

বুখারী ১৫৪৯; মুসলিম ১১৮৪

- পুরুষরা উচ্চস্বরে, নারীরা নিজে শোনার মতো নিচু স্বরে পড়বেন।
- উমরাহতে তালবিয়া পড়া চলবে **তাওয়াফ শুরুর আগ পর্যন্ত** (হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ/ইশারার সময় বন্ধ করবেন)।
- হানাফি মাযহাবে ইহরামের সময় অন্তত একবার তালবিয়া (বা সমজাতীয় যিকির) মুখে উচ্চারণ করা ইহরাম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত।

অধ্যায় ৭

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ও তার প্রতিকার

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ

১. মাথা বা শরীরের যেকোনো স্থানের চুল/লোম কাটা, উপড়ানো বা মুণ্ডানো। [সূরা বাকারা ২:১৯৬]

২. হাত বা পায়ের নখ কাটা।

৩. শরীরে, কাপড়ে, খাবারে বা পানীয়তে নতুন করে সুগন্ধি ব্যবহার করা (সুগন্ধিযুক্ত সাবান-লোশনও)। [বুখারী ১৫৪২; মুসলিম ১১৭৭]

৪. স্থলের বন্য প্রাণী শিকার করা বা শিকারে সাহায্য করা। [সূরা মায়িদা ৫:৯৫]

৫. বিয়ের আকদ করা, করানো বা প্রস্তাব দেওয়া। [মুসলিম ১৪০৯]

৬. স্ত্রী-সহবাস এবং কামভাবসহ স্পর্শ, চুম্বন ইত্যাদি। [সূরা বাকারা ২:১৯৭]

৭. ঝগড়া-বিবাদ, অশ্লীল কথা ও পাপাচার (এগুলো সবসময় নিষিদ্ধ, ইহরামে আরও কঠোরভাবে)। [সূরা বাকারা ২:১৯৭]

শুধু পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ

- শরীরের মাপে সেলাই করা পোশাক (জামা, পায়জামা, প্যান্ট, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, মোজা, টুপি, পাগড়ি) পরা। [বুখারী ১৫৪২; মুসলিম ১১৭৭]
- মাথা কোনো কিছু দিয়ে লেগে থাকার মতো ঢাকা (টুপি, রুমাল, ইহরামের কাপড়)। ছাতা বা তাঁবুর ছায়া নেওয়া জায়েজ।

শুধু নারীদের জন্য নিষিদ্ধ

- নিকাব (মুখের মাপে বানানো নেকাব) ও হাতমোজা পরা। [বুখারী ১৮৩৮] তবে পরপুরুষের সামনে মুখ ঢাকার প্রয়োজনে চাদর বা ওড়না মাথার উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়, যা আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। [আবু দাউদ ১৮৩৩] (এ হাদীসের সনদ নিয়ে মুহাদ্দিসদের আলোচনা আছে।)

যা ইহরাম অবস্থায় জায়েজ

- গোসল করা, মাথা ধোয়া (সুগন্ধিহীন সাবান দিয়ে, চুল যেন না পড়ে সে দিকে খেয়াল রেখে)।
- ইহরামের কাপড় বদলানো বা ধোয়া।
- আংটি, ঘড়ি, চশমা, বেল্ট, মানিব্যাগ ব্যবহার করা।
- ছাতা বা গাড়ির ছায়া নেওয়া।
- ক্ষতিকর প্রাণী (যেমন সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর) মারা। [বুখারী ১৮২৯; মুসলিম ১১৯৮]
- প্রয়োজনে ইনজেকশন, ওষুধ (সুগন্ধিহীন), ব্যান্ডেজ।

ভুলবশত বা বাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ কাজ হয়ে গেলে

অসুস্থতা বা কষ্টের কারণে কেউ মাথা মুণ্ডাতে বাধ্য হলে কুরআনে তিনটি বিকল্পের কথা বলা হয়েছে: **রোজা, সদকা বা কুরবানি।** [সূরা বাকারা ২:১৯৬] হাদীসে এর ব্যাখ্যা এসেছে: তিন দিন রোজা রাখা, অথবা ছয়জন মিসকিনকে খাওয়ানো (প্রত্যেককে আধা সা'), অথবা একটি ছাগল কুরবানি করা। [বুখারী ১৮১৪; মুসলিম ১২০১]

> **হানাফি মাযহাবে জরিমানার পরিমাণ (সংক্ষেপে)**
>
> হানাফি ফিকহে লঙ্ঘনের পরিমাণ অনুযায়ী জরিমানা ভিন্ন: পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধি বা পূর্ণ এক দিন/রাত সেলাই করা কাপড় পরা বা মাথার এক-চতুর্থাংশ চুল কাটলে **দম**; এর কম হলে **সদকা** (সদকাতুল ফিতর পরিমাণ)। ভুলে করলেও হানাফি মতে জরিমানা ওয়াজিব হয়, যদিও গুনাহ হয় না। অন্যান্য মাযহাবে ভুলে বা না জেনে করলে অনেক ক্ষেত্রে কিছু ওয়াজিব হয় না। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একজন আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করুন।

অধ্যায় ৮

মসজিদুল হারামে প্রবেশ ও তাওয়াফ

মক্কায় পৌঁছে

হোটেলে মালপত্র রেখে, প্রয়োজনে বিশ্রাম ও অজু করে মসজিদুল হারামে যান। নুসুক পারমিটের নির্ধারিত সময়ের দিকে খেয়াল রাখুন। মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিয়ে প্রবেশের দোয়া পড়ুন:

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

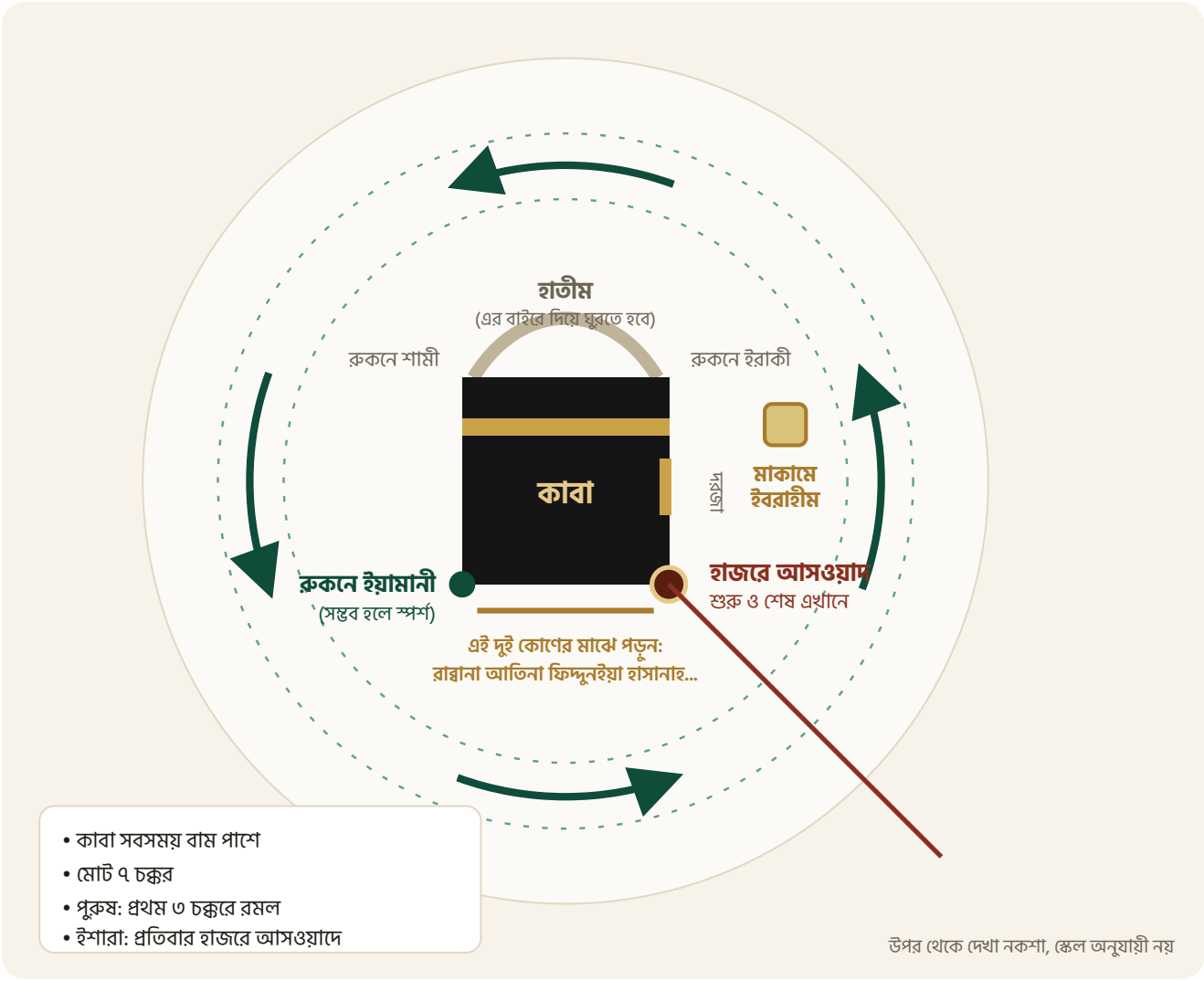
অর্থ: আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), রাসূলুল্লাহর উপর দরুদ ও সালাম। হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।

শেষাংশ (আল্লাহুম্মাফতাহ লী...) মুসলিম ৭১৩; বিসমিল্লাহ ও দরুদের অংশ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত

কাবা শরীফ প্রথম দেখার সময় নির্দিষ্ট কোনো দোয়া সহীহ হাদীসে প্রমাণিত নয় বলে অনেক মুহাদ্দিস মত দিয়েছেন। এ সময় নিজের ভাষায় যেকোনো কল্যাণের দোয়া করতে পারেন।

তাওয়াফের শর্ত ও আদব

- **অজু অবস্থায় থাকা।** সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এটি তাওয়াফের শর্ত। হানাফি মতে ওয়াজিব; অজু ছাড়া তাওয়াফ করলে দম বা পুনরায় তাওয়াফ করতে হয়।
- সতর ঢাকা থাকা।
- কাবাকে বাম পাশে রেখে তাওয়াফ করা।
- হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদে শেষ করা, মোট সাত চক্কর।
- হাতীম (কাবার অর্ধবৃত্তাকার দেয়ালঘেরা অংশ) এর বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা, কারণ এটি কাবার অংশ।



চিত্র: তাওয়াফের দিক, শুরুর স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ কোণসমূহ (উপর থেকে দেখা নকশা)

ধাপে ধাপে তাওয়াফ

১ **ইযতিবা (শুধু পুরুষ):** তাওয়াফ শুরুর আগে ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে এনে বাম কাঁধের উপর রাখুন, যাতে ডান কাঁধ খোলা থাকে। এটি শুধু তাওয়াফের সময়; নামাজের সময় কাঁধ ঢেকে নেবেন।

২ **হাজরে আসওয়াদের বরাবর দাঁড়ান** (মেঝেতে বা দেয়ালে সবুজ বাতি/চিহ্ন দেখে)। তালবিয়া বন্ধ করুন।

৩ **ইস্তিলাম:** সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করুন; না পারলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুম্বন করুন; তাও না পারলে দূর থেকে ডান হাত দিয়ে ইশারা করে "আল্লাহু আকবার" বলুন। রাসূল ﷺ উটের উপর থেকে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে তাকবীর বলেছেন। [বুখারী ১৬১৩] ইবনে উমর (রা.) থেকে "বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" বলার কথা বর্ণিত আছে।

৪ **প্রথম চক্কর শুরু করুন**, কাবাকে বাম দিকে রেখে। প্রথম তিন চক্করে পুরুষরা **রমল** করবেন (ছোট পদক্ষেপে দ্রুত, কাঁধ দুলিয়ে হাঁটা); বাকি চার চক্কর স্বাভাবিক হাঁটা। [মুসলিম ১২১৮] ভিড়ে রমল সম্ভব না হলে বাদ দিলে সমস্যা নেই।

৫ **রুকনে ইয়ামানী** (হাজরে আসওয়াদের আগের কোণ) সম্ভব হলে ডান হাতে স্পর্শ করুন; চুম্বন করবেন না, আর ভিড়ে স্পর্শ করতে না পারলে ইশারাও করার প্রয়োজন নেই।

৬ **রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে** এই দোয়া পড়া সুন্নাত:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র।

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও, আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো।

সূরা বাকারা ২:২০১; আবু দাউদ ১৮৯২

৭ **হাজরে আসওয়াদে পৌঁছালে এক চক্কর পূর্ণ।** প্রতিবার হাজরে আসওয়াদের বরাবর এসে ইস্তিলাম/ইশারা করে "আল্লাহু আকবার" বলুন।

৮ **সাত চক্কর পূর্ণ করুন।** চক্করের সংখ্যায় সন্দেহ হলে কম সংখ্যাটি ধরে নিন।

তাওয়াফে কী পড়বেন?

প্রতি চক্করের জন্য আলাদা নির্দিষ্ট দোয়া সহীহ হাদীসে প্রমাণিত নয়। বাজারের বইয়ে "প্রথম চক্করের দোয়া, দ্বিতীয় চক্করের দোয়া" ইত্যাদি যা পাওয়া যায়, সেগুলো পড়া নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু সুন্নাত মনে করা ঠিক নয়। আপনি কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দরুদ এবং নিজের ভাষায় যেকোনো দোয়া করতে পারেন। দলবদ্ধভাবে উচ্চস্বরে দোয়া পড়ে অন্যদের বিরক্ত করবেন না।

তাওয়াফের মাঝে অজু ভেঙে গেলে

তাওয়াফ বন্ধ করে অজু করে আসুন। এরপর কোথা থেকে শুরু করবেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে: অনেক আলেমের মতে যেখানে থেমেছিলেন সেখান থেকে বাকি চক্কর পূর্ণ করবেন; কারো মতে নতুন করে শুরু করবেন। ফরজ নামাজের জামাত শুরু হলে তাওয়াফ থামিয়ে জামাতে শরিক হন, পরে বাকি চক্কর পূর্ণ করুন।

অধ্যায় ৯

মাকামে ইবরাহীমে নামাজ ও জমজম

১ **কাঁধ ঢেকে নিন** (পুরুষরা ইযতিবা শেষ করুন)।

২ **মাকামে ইবরাহীমের দিকে যেতে যেতে** পড়া সুন্নাত:

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

অর্থ: আর তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থান বানাও।

সূরা বাকারা ২:১২৫; রাসূল ﷺ-এর আমল: মুসলিম ১২১৮

৩ **দুই রাকাত নামাজ পড়ুন** মাকামে ইবরাহীমের পেছনে, যেন মাকাম আপনার ও কাবার মাঝে থাকে। ভিড় থাকলে মসজিদের যেকোনো স্থানে পড়লেও আদায় হয়ে যায়। প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নাত।

[মুসলিম ১২১৮]

৪ **জমজম পান করুন।** রাসূল ﷺ জমজম সম্পর্কে বলেছেন, এটি বরকতময় এবং এটি তৃপ্তিদায়ক খাদ্য। [মুসলিম ২৪৭৩] “জমজম যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় তার জন্যই” মর্মে হাদীস ইবনে মাজাহ (৩০৬২)-তে বর্ণিত; এর সনদ নিয়ে মুহাদ্দিসদের মতভেদ আছে, কেউ একে হাসান/সহীহ বলেছেন। পান করার সময় দোয়া করুন।

৫ **সম্ভব হলে আবার হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করুন** (সাঈতে যাওয়ার আগে), এটি সুন্নাত; ভিড়ে সম্ভব না হলে বাদ দিন।

[মুসলিম ১২১৮]

হানাফি মত

তাওয়াফের পরের দুই রাকাত নামাজ হানাফি মাযহাবে **ওয়াজিব**; অন্যান্য মাযহাবে সুন্নাত। মাকরুহ ওয়াক্তে (যেমন সূর্যোদয়, ঠিক দুপুর, সূর্যাস্তের সময়, এবং হানাফি মতে ফজর ও আসরের পর) তাওয়াফ করলে এ নামাজ মাকরুহ সময় পার হওয়ার পর আদায় করবেন।

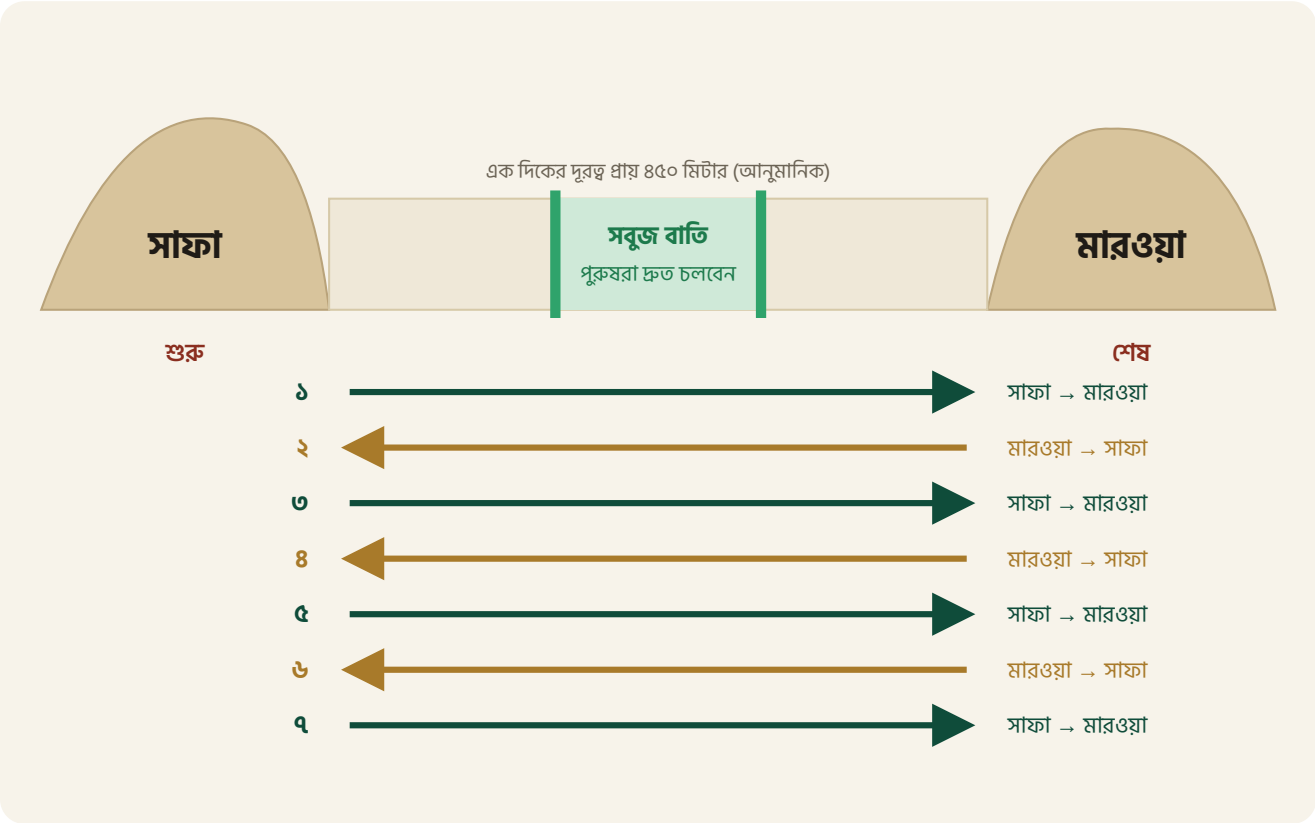
অধ্যায় ১০

সাফা-মারওয়ার সাঈ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

অর্থ: নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা বাকারা ২:১৫৮



চিত্র: সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় শেষ, মোট সাত চক্কর

ধাপে ধাপে সাঈ

১ **সাফা পাহাড়ের কাছে গিয়ে** উপরের আয়াত পড়ুন এবং বলুন: *"আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি"* (আমি শুরু করছি যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন)। এটি শুধু সাঈর শুরুতে একবার পড়বেন। [মুসলিম ১২১৮]

২ **সাফায় উঠে কাবার দিকে মুখ করুন** (যতটুকু দেখা যায়), দুই হাত দোয়ার মতো তুলে (নামাজের তাকবীরের মতো ইশারা নয়) তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলুন এবং এই যিকির পড়ুন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

মুসলিম ১২১৮ (জাবির রা.-এর দীর্ঘ হাদীস)

এই যিকির তিনবার পড়ুন এবং মাঝে মাঝে নিজের ভাষায় দোয়া করুন।

৩ **মারওয়ার দিকে হাঁটুন।** দুই সবুজ বাতির মাঝের অংশে পুরুষরা দ্রুত দৌড়ের মতো চলবেন; নারীরা স্বাভাবিক হাঁটবেন।

৪ **মারওয়ায় পৌঁছে** সাফার মতোই কাবার দিকে মুখ করে যিকির ও দোয়া করুন। (আয়াতটি আর পড়তে হবে না।) সাফা থেকে মারওয়া = **এক চক্কর**।

৫ **মারওয়া থেকে সাফায় ফেরা** = **দ্বিতীয় চক্কর।** এভাবে মোট **সাত চক্কর**, যা মারওয়ায় গিয়ে শেষ হবে।

সাঈর জরুরি মাসআলা

- সাঈর জন্য অজু থাকা সুন্নাত/উত্তম, শর্ত নয়। তাই হায়েজ অবস্থায় থাকা নারী (যদি তাওয়াফ আগে শেষ করে থাকেন) সাঈ করতে পারেন।
- সাঈ অবশ্যই তাওয়াফের পরে হতে হবে।
- সাঈতেও প্রতি চক্করের আলাদা নির্দিষ্ট দোয়া প্রমাণিত নয়; যিকির, দোয়া ও কুরআন পড়ুন।
- অসুস্থ বা বয়স্করা হুইলচেয়ার ব্যবহার করতে পারেন। সাঈ এলাকায় হুইলচেয়ার/স্কুটার সেবা থাকে (ভাড়া ও স্থান সেখানে জেনে নিন)।
- সাঈ শেষে দুই রাকাত নামাজ পড়ার কোনো সুন্নাত প্রমাণিত নয়।

অধ্যায় ১১

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

সাঈ শেষ করার পর মাথা মুণ্ডন (হলক) বা চুল ছোট করা (কসর) এর মাধ্যমে উমরাহ পূর্ণ হয় এবং ইহরামের সব নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

পুরুষদের জন্য

- **মাথা মুণ্ডন করা উত্তম।** রাসূল ﷺ মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার রহমতের দোয়া করেছেন। [বুখারী ১৭২৭; মুসলিম ১৩০১]
- চুল ছোট করলে পুরো মাথা থেকে সমানভাবে ছোট করা উচিত; শুধু কয়েক জায়গা থেকে কয়েকটি চুল কাটা যথেষ্ট নয় বলে অধিকাংশ আলেমের মত।
- যদি অল্প দিনের মধ্যে হজও করার ইচ্ছা থাকে (তামাত্তু), তাহলে উমরাহর পর চুল ছোট করে হজের জন্য মুণ্ডন রেখে দেওয়া ভালো, এমন মত অনেক আলেম দিয়েছেন।

> **হানাফি মত**
>
> হানাফি মাযহাবে অন্তত মাথার এক-চতুর্থাংশের চুল আঙুলের এক কর পরিমাণ (প্রায় ১ ইঞ্চি) কাটা ওয়াজিব; তবে পুরো মাথা মুণ্ডন বা পুরো মাথার চুল ছোট করা সুন্নাত ও উত্তম।

নারীদের জন্য

নারীরা মাথা মুণ্ডন করবেন না। চুলের অগ্রভাগ (সব চুল একত্র করে বা প্রতিটি বেণি থেকে) আঙুলের এক কর পরিমাণ (প্রায় ১ ইঞ্চি বা তার কম) কাটবেন। এটি পরপুরুষের সামনে নয়, হোটেলে বা আড়ালে করবেন।

> **অভিনন্দন!**
>
> এর মাধ্যমে আপনার উমরাহ সম্পূর্ণ হলো। এখন আপনি সাধারণ পোশাক পরতে পারেন এবং ইহরামের সব নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। আল্লাহ কবুল করুন।

অধ্যায় ১২

নারীদের জন্য বিশেষ মাসআলা

হায়েজ বা নেফাস অবস্থায়

- হায়েজ অবস্থায়ও গোসল করে ইহরাম বাঁধা যায় এবং বাঁধা উচিত (মীকাত অতিক্রমের আগে)।
- **তাওয়াফ করা যাবে না** যতক্ষণ না পবিত্র হন। রাসূল ﷺ আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন, হাজীরা যা করে তুমি সবই করো, শুধু পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করো না। [বুখারী ৩০৫; মুসলিম ১২১১]
- পবিত্র হয়ে গোসল করার পর তাওয়াফ, সাঈ ও চুল ছোট করে উমরাহ শেষ করবেন। এই সময় ইহরাম অবস্থায়ই থাকতে হবে।
- যিকির, দোয়া, তালবিয়া পড়তে পারবেন।
- দেশে ফেরার তারিখ ঘনিয়ে এলে এবং পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে অবশ্যই একজন আলেমের কাছে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি জানিয়ে পরামর্শ নিন।
- হায়েজ পিছিয়ে দেওয়ার জন্য ওষুধ সেবন আলেমদের মতে জায়েজ, তবে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে।

মাহরাম প্রসঙ্গ

ফিকহের দৃষ্টিতে নারীর সফরে মাহরাম থাকার বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতে সফরের দূরত্বে নারীর সাথে স্বামী বা মাহরাম থাকা জরুরি। অন্যদিকে সৌদি কর্তৃপক্ষের বর্তমান ভিসা নীতি এবং বাংলাদেশ সরকারের নিয়ম আলাদা বিষয়; সেগুলো আপনার এজেন্সি থেকে জেনে নিন। শরয়ি বিধানের জন্য নিজের আস্থাভাজন আলেমের পরামর্শ নিন।

অন্যান্য

- তালবিয়া নিচু স্বরে পড়বেন।
- রমল ও ইযতিবা নেই; সাঈতে সবুজ বাতির মাঝে দৌড়াবেন না।
- হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের জন্য পুরুষদের ভিড়ে ঢুকবেন না; দূর থেকে ইশারাই যথেষ্ট।
- মসজিদে নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে নামাজ পড়বেন।

অধ্যায় ১৩

মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারত

জেনে রাখুন

মদিনা যিয়ারত উমরাহ বা হজের অংশ নয়, তবে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার জন্য সফর করা সুন্নাত ও অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। রাসূল ﷺ বলেছেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া (সওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না: মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা। [বুখারী ১১৮৯; মুসলিম ১৩৯৭]

ফজিলত

- মসজিদে নববীতে এক নামাজ অন্য মসজিদের (মসজিদুল হারাম ছাড়া) এক হাজার নামাজের চেয়ে উত্তম। [বুখারী ১১৯০; মুসলিম ১৩৯৪]
- মসজিদুল হারামে এক নামাজ অন্য মসজিদের এক লক্ষ নামাজের চেয়ে উত্তম, এ মর্মে হাদীস ইবনে মাজাহ (১৪০৬) ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত; অনেক মুহাদ্দিস একে সহীহ বলেছেন।
- রাসূল ﷺ-এর ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান (রওজা)। [বুখারী ১১৯৬; মুসলিম ১৩৯১] এখানে নামাজের জন্য নুসুক অ্যাপে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়।

যিয়ারতের আদব

১. মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে প্রথমে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ুন।

২. রাসূল ﷺ-এর কবরের সামনে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে সালাম দিন: *"আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ"*। তারপর সামান্য ডানে সরে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-কে সালাম দিন। ইবনে উমর (রা.) এভাবে সালাম দিতেন বলে মুয়াত্তা মালিকে বর্ণিত।

৩. দোয়া করার সময় কবরের দিকে নয়, কিবলার দিকে ফিরে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

৪. কবরের দেয়াল/জালি স্পর্শ বা চুম্বন করবেন না, উচ্চস্বরে কথা বলবেন না।

অন্যান্য স্থান

- **মসজিদে কুবা:** রাসূল ﷺ প্রতি শনিবার কুবায় যেতেন। [বুখারী ১১৯৩; মুসলিম ১৩৯৯] ঘর থেকে অজু করে কুবায় গিয়ে নামাজ পড়লে উমরাহর সওয়াব পাওয়া যায় মর্মে হাদীস বর্ণিত। [ইবনে মাজাহ ১৪১২]
- **জান্নাতুল বাকী:** সাহাবিদের কবরস্থান। কবর যিয়ারতের দোয়া পড়ুন। [মুসলিম ৯৭৫] (সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ে পুরুষদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।)
- **উহুদ পাহাড় ও শুহাদায়ে উহুদ।**

এসব স্থানে যাওয়া ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয়; তবে তালিকার বাকি অনেক "যিয়ারতের স্থান" (যেমন নির্দিষ্ট কিছু কূপ বা মসজিদ) এ যাওয়া শরয়িভাবে বিশেষ ফজিলতপূর্ণ বলে সহীহ দলিল নেই।

অধ্যায় ১৪

যিয়ারত ও দর্শনীয় স্থান: চিত্রসহ বিবরণ

মক্কা ও মদিনায় অনেক ঐতিহাসিক স্থান আছে। এর মধ্যে কিছু স্থানের শরয়ি ফজিলত সহীহ দলিলে প্রমাণিত (যেমন মসজিদে নববী, মসজিদে কুবা), আর কিছু শুধু ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয় গুরুত্ব বহন করে। প্রতিটি স্থানের পাশে কোনটি কোন শ্রেণির তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

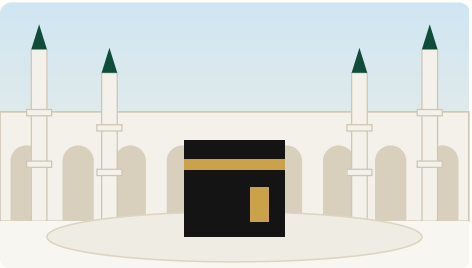
চিত্র সম্পর্কে

এই বইয়ের চিত্রগুলো স্থানগুলোর সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য আঁকা প্রতীকী ছবি, হুবহু আলোকচিত্র নয়। আসল রূপ দেখতে নির্ভরযোগ্য উৎসের ছবি দেখুন।

যিয়ারতের সাধারণ আদব

- কোনো স্থান, পাথর, দেয়াল বা গাছ থেকে বরকতের উদ্দেশ্যে স্পর্শ, চুম্বন বা কিছু সংগ্রহ করবেন না।
- দোয়া শুধু আল্লাহর কাছে; কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া শিরকের অন্তর্ভুক্ত।
- ঐতিহাসিক স্থান দেখা হজ বা উমরাহর অংশ নয়; এর জন্য ফরজ নামাজের জামাত বা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম বাদ দেবেন না।
- বেশিরভাগ যিয়ারত ট্যুর এজেন্সি বা স্থানীয় পরিবহনের মাধ্যমে হয়; ভাড়া আগে ঠিক করে নিন।

মক্কা মুকাররমা



মসজিদুল হারাম ও কাবা শরীফ শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

পৃথিবীর প্রথম ইবাদতগৃহ ও মুসলমানদের কিবলা। এখানেই তাওয়াফ, মাকামে ইবরাহীম, জমজম কূপ এবং সাফা-মারওয়া অবস্থিত। কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষের জন্য প্রথম যে ঘর স্থাপিত হয়েছিল তা মক্কায় [সূরা আলে ইমরান ৩:৯৬]।

শরয়ি ফজিলত: এখানে এক নামাজ অন্য মসজিদের এক লক্ষ নামাজের চেয়ে উত্তম মর্মে হাদীস [ইবনে মাজাহ ১৪০৬]। সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফরযোগ্য তিন মসজিদের একটি [বুখারী ১১৮৯]।



জাবালে নূর ও হেরা গুহা

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

جَبَلُ النُّورِ · غَارُ حِرَاءٍ

মক্কার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পাহাড়। এর চূড়ার কাছে হেরা গুহায় নবুওয়াতের আগে রাসূল ﷺ নির্জনে ইবাদত করতেন এবং এখানেই প্রথম ওহী (সূরা আলাকের প্রথম আয়াতগুলো) নাজিল হয় [বুখারী ৩]। চূড়ায় উঠতে খাড়া পথ ও সিঁড়ি বেয়ে বেশ সময় লাগে।

ঐতিহাসিক স্থান: পাহাড়ে ওঠা বা গুহায় নামাজ পড়া হজ-উমরাহর অংশ নয় এবং এর বিশেষ সওয়াব সহীহ দলিলে প্রমাণিত নয়। বয়স্ক ও অসুস্থরা না ওঠাই ভালো।



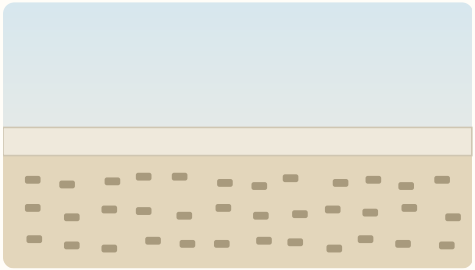
জাবালে সাওর ও সাওর গুহা

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

جَبَلُ ثَوْرٍ

মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত পাহাড়। হিজরতের সময় রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা.) এই গুহায় তিন রাত আত্মগোপন করেছিলেন [বুখারী ৩৯০৫]। কুরআনে এ ঘটনার উল্লেখ আছে [সূরা তাওবা ৯:৪০]।

ঐতিহাসিক স্থান: শিক্ষা ও স্মরণের জন্য দেখা যায়; বিশেষ কোনো আমল নির্ধারিত নেই।



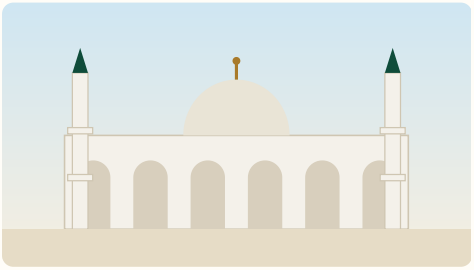
জান্নাতুল মুআল্লা

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

مَقْبَرَةُ الْمَعْلَاةِ

মক্কার প্রাচীন কবরস্থান, মসজিদুল হারাম থেকে অল্প দূরে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী উম্মুল মুমিনীন খাদিজা (রা.)সহ রাসূল ﷺ-এর পরিবারের কয়েকজন সদস্য এখানে সমাহিত।

আমল: অন্যান্য কবরস্থানের মতোই সালাম ও কবর যিয়ারতের দোয়া [মুসলিম ৯৭৫]। কবরে হাত বুলানো বা কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকুন।



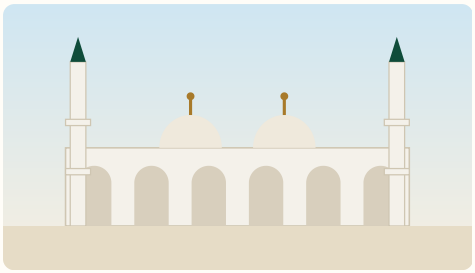
মসজিদে আয়েশা (তানঈম)

শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

مَسْجِدُ عَائِشَةَ · التَّنْعِيمُ

হারামের সীমানার বাইরে মসজিদুল হারামের সবচেয়ে কাছের হিল্ল এলাকা। রাসূল ﷺ আয়েশা (রা.)-কে এখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করিয়েছিলেন [মুসলিম ১২১১]।

ব্যবহার: মক্কায় অবস্থানরত ব্যক্তি নতুন উমরাহর জন্য এখান থেকে ইহরাম বাঁধতে পারেন।



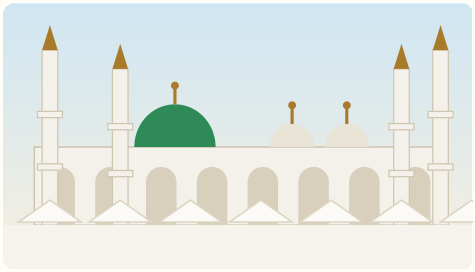
জিরানা মসজিদ শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

مَسْجِدُ الْجِعْرَانَةِ

মক্কার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। হুনাইনের যুদ্ধের পর রাসূল ﷺ জিরানা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করেছিলেন; তাঁর চারটি উমরাহর একটি এটি [বুখারী ১৭৭৮]।

ব্যবহার: হিল্ল এলাকা হিসেবে এখান থেকেও উমরাহর ইহরাম বাঁধা যায়।

মদিনা মুনাওয়ারা

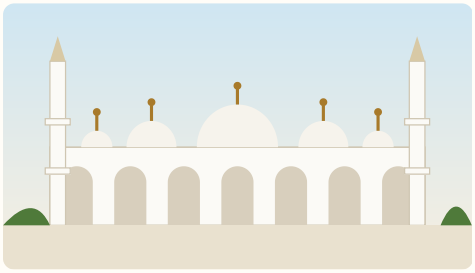


মসজিদে নববী ও রওজা শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ

হিজরতের পর রাসূল ﷺ নিজে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। সবুজ গম্বুজের নিচে তাঁর কবর এবং পাশে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর কবর। ঘর ও মিম্বারের মাঝের অংশ “রিয়াদুল জান্নাহ” (জান্নাতের বাগান) [বুখারী ১১৯৬; মুসলিম ১৩৯১]।

শরয়ি ফজিলত: এখানে এক নামাজ অন্য মসজিদের এক হাজার নামাজের চেয়ে উত্তম (মসজিদুল হারাম ছাড়া) [বুখারী ১১৯০; মুসলিম ১৩৯৪]। রওজায় নামাজের জন্য নুসুক অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে।

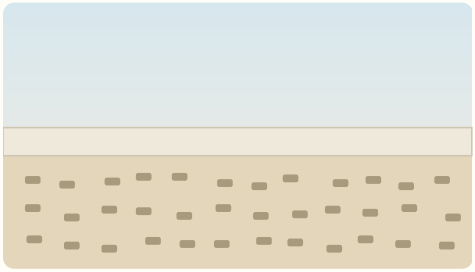


মসজিদে কুবা শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

مَسْجِدُ قُبَاءٍ

মদিনায় পৌঁছে রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, এটি সেই মসজিদ বলে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রতি শনিবার হেঁটে বা বাহনে করে এখানে আসতেন [বুখারী ১১৯৩; মুসলিম ১৩৯৯]।

শরয়ি ফজিলত: ঘর থেকে পবিত্র হয়ে এসে এখানে নামাজ পড়লে উমরাহর সওয়াব মর্মে হাদীস [ইবনে মাজাহ ১৪১২]।



জান্নাতুল বাকী শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

بَقِيعُ الْغَرْقَدِ

মসজিদে নববীর পূর্ব পাশে মদিনার প্রধান কবরস্থান। উসমান (রা.)সহ বহু সাহাবি, উম্মাহাতুল মুমিনীন ও আহলে বাইতের সদস্য এখানে সমাহিত বলে প্রসিদ্ধ। রাসূল ﷺ রাতে বাকীতে গিয়ে কবরবাসীর জন্য দোয়া করতেন [মুসলিম ৯৭৪]।

আমল: কবর যিয়ারতের দোয়া [মুসলিম ৯৭৫]। সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ে শুধু পুরুষদের প্রবেশের অনুমতি থাকে; সময় স্থানীয়ভাবে জেনে নিন।



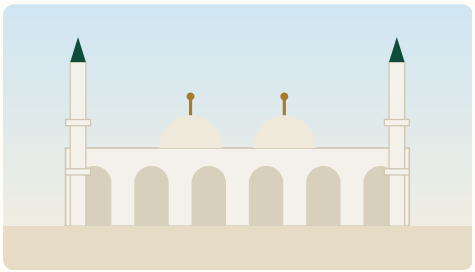
উহুদ পাহাড় ও শুহাদা কবরস্থান

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

جَبَلُ أُحُدٍ

মদিনার উত্তরে লালচে বড় পাহাড়। হিজরি তৃতীয় সালে এখানে উহুদের যুদ্ধ হয়। রাসূল ﷺ-এর চাচা হামযা (রা.)সহ শহীদদের কবর এখানে। সামনের ছোট টিলা জাবালে রুমাত (তীরন্দাজদের পাহাড়) নামে পরিচিত। রাসূল ﷺ উহুদ সম্পর্কে বলেছেন, এটি এমন পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও একে ভালোবাসি (সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত)।

আমল: শহীদদের কবর যিয়ারত ও দোয়া; যুদ্ধের শিক্ষা স্মরণ।



মসজিদে কিবলাতাইন

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

مَسْجِدُ الْقِبْلَتَيْنِ

“দুই কিবলার মসজিদ”। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এই মসজিদে নামাজ চলাকালীন কিবলা বাইতুল মাকদিস থেকে কাবার দিকে পরিবর্তনের নির্দেশ পৌঁছেছিল। কিবলা পরিবর্তনের আয়াত [সূরা বাকারা ২:১৪৪]।

ঐতিহাসিক স্থান: এখানে নামাজের বিশেষ ফজিলত সহীহ দলিলে প্রমাণিত নয়।



খন্দক এলাকা ও মসজিদে ফাতহ

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

اَلْخَنْدَقُ · مَسْجِدُ الْفَتْحِ

হিজরি পঞ্চম সালে খন্দকের (আহযাবের) যুদ্ধে মদিনা রক্ষায় পরিখা খনন করা হয়েছিল এই এলাকায়। এখানে কয়েকটি ছোট মসজিদ আছে, যেগুলোকে একত্রে “সাত মসজিদ” বলা হয়।

ঐতিহাসিক স্থান: এসব মসজিদে বিশেষ নামাজ বা ক্রমানুসারে ঘোরার কোনো সহীহ দলিল নেই।

অধ্যায় ১৫

সাধারণ ভুলত্রুটি যা এড়িয়ে চলবেন

ভুল	সঠিক পদ্ধতি
জেদ্দায় নেমে ইহরাম বাঁধা	বিমানে মীকাত অতিক্রমের আগেই ইহরাম বাঁধুন।
ইহরামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডান কাঁধ খোলা রাখা	ইযতিবা শুধু তাওয়াফের সময়; নামাজে কাঁধ ঢাকা আবশ্যক।
হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের জন্য ধাক্কাধাক্কি	চুম্বন সুন্নাত, কিন্তু মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম। দূর থেকে ইশারাই যথেষ্ট।
রুকনে ইয়ামানী চুম্বন বা ইশারা করা	শুধু স্পর্শ করা সুন্নাত (সম্ভব হলে); চুম্বন বা ইশারা নয়।
হাতীমের ভেতর দিয়ে তাওয়াফ	হাতীম কাবার অংশ; এর বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করুন।
প্রতি চক্করের নির্দিষ্ট দোয়া মুখস্থ না থাকায় দুশ্চিন্তা	নির্দিষ্ট দোয়া প্রমাণিত নয়; নিজের ভাষায় দোয়া করুন।
সাফা-মারওয়ায় নামাজের মতো হাত তুলে তাকবীর বলা	দোয়ার মতো হাত তুলে কাবার দিকে মুখ করে যিকির ও দোয়া।
মাথার কয়েক জায়গা থেকে কয়েকটি চুল কাটা	পুরো মাথা মুণ্ডন বা পুরো মাথা থেকে চুল ছোট করুন (হানাফি মতে অন্তত এক-চতুর্থাংশ)।
উমরাহ শেষের আগে হোটেলে গিয়ে সুগন্ধি সাবান ব্যবহার	চুল কাটার আগ পর্যন্ত সব নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে।
ইহরাম অবস্থায় ও হারামে ছবি/ভিডিও নিয়ে ব্যস্ত থাকা	ইবাদতের মনোযোগ নষ্ট হয়, অন্যদের কষ্ট হয়; সংযত থাকুন।
নুসুক পারমিট ছাড়া মসজিদুল হারামে উমরাহর জন্য যাওয়া	পারমিট আগে বুক করে নির্ধারিত সময়ে যান।

অধ্যায় ১৬

এক পাতায় উমরাহ (সারসংক্ষেপ)

ধাপ	কী করবেন
১. প্রস্তুতি	নখ-চুল পরিষ্কার, গোসল, শরীরে সুগন্ধি, ইহরামের কাপড় পরিধান।
২. ইহরাম	মীকাত অতিক্রমের আগে নিয়ত: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً। এরপর তালবিয়া শুরু।
৩. তালবিয়া	মক্কা পৌঁছে তাওয়াফ শুরুর আগ পর্যন্ত বেশি বেশি তালবিয়া।
৪. তাওয়াফ	অজুসহ, ইযতিবা (পুরুষ), হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু, কাবাকে বামে রেখে সাত চক্কর; প্রথম তিন চক্করে রমল (পুরুষ)।
৫. দুই রাকাত	মাকামে ইবরাহীমের পেছনে (বা যেকোনো স্থানে): সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস।
৬. জমজম	পান করুন ও দোয়া করুন।
৭. সাঈ	সাফা থেকে শুরু, মারওয়ায় শেষ, সাত চক্কর; সবুজ বাতির মাঝে পুরুষদের দ্রুত চলা।
৮. হলক/কসর	পুরুষ: মুণ্ডন (উত্তম) বা পুরো মাথা থেকে চুল ছোট; নারী: আঙুলের এক কর পরিমাণ।
✓ সম্পন্ন	উমরাহ পূর্ণ, ইহরাম থেকে মুক্ত।

নিজের যাত্রার চেকলিস্ট

- ☐ নিয়ত শুদ্ধ করেছি, ঋণ ও পাওনা মিটিয়েছি
- ☐ পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছি, অসিয়ত লিখেছি
- ☐ মেনিনজাইটিস টিকা (যাত্রার ১০+ দিন আগে)
- ☐ নুসুক অ্যাপে নিবন্ধন ও পারমিট
- ☐ উমরাহর নিয়ম একজন আলেমের কাছে শিখে নিয়েছি
- ☐ ইহরামের কাপড় হাতব্যাগে রেখেছি
- ☐ মীকাতের সময় জেনে নিয়েছি
- ☐ নিয়মিত ওষুধ সাথে আছে

অধ্যায় ১৭

তথ্যসূত্র

প্রাথমিক সূত্র

- আল-কুরআনুল কারীম: সূরা আল-বাকারা ২:১২৫, ১৫৮, ১৯৬, ১৯৭, ২০১; সূরা আল-মায়িদা ৫:৯৫।
- সহীহ আল-বুখারী, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (কিতাবুল হাজ্জ, কিতাবুল উমরাহ ও অন্যান্য অধ্যায়)।
- সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (বিশেষত হাদীস ১২১৮: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর হজের বিস্তারিত বিবরণ)।
- সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

ফিকহ ও মানাসিক গ্রন্থ (আরও বিস্তারিত জানার জন্য)

- হানাফি: *আল-হিদায়া* (আল-মারগিনানী), *রাদ্দুল মুহতার* (ইবনে আবেদীন), *আল-মাসলাকুল মুতাকাসসিত* (মোল্লা আলী আল-কারী)।
- শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায: *আত-তাহকীক ওয়াল ঈযাহ লি-কাসীরিন মিন মাসাইলিল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ*।
- শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উসাইমীন: *সিফাতুল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ*।
- বাংলা ভাষায়: বাংলাদেশ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত হজ ও উমরাহ গাইড (সর্বশেষ সংস্করণ দেখুন)।

দাপ্তরিক তথ্যের জন্য (নিয়মকানুন)

- নুসুক প্ল্যাটফর্ম: nusuk.sa
- সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়: haj.gov.sa
- সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (হজ-উমরাহ স্বাস্থ্য নির্দেশিকা): moh.gov.sa
- হাদীস মিলিয়ে দেখার জন্য: sunnah.com (আরবি ও ইংরেজি)

এই সংস্করণে ব্যবহৃত সাম্প্রতিক সংবাদসূত্র

- Wego Travel Blog: “Umrah Visa 2026” ও “Umrah Permit 2026” (সেপ্টেম্বর ২০২৬ হালনাগাদ)। (দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্র)
- দৈনিক ইত্তেফাক (ইংরেজি সংস্করণ): নতুন উমরাহ ভিসা বিধি, জুন ২০২৬।
- Gulf News, UK TravelHealthPro: মেনিনজাইটিস টিকা সংক্রান্ত সৌদি নির্দেশনা (২০২৫ মৌসুম)।

শেষ কথা

এই গাইডে আমি যেসব হাদীসের নম্বর দিয়েছি তা যথাসাধ্য সতর্কভাবে দেওয়া, তবে আমি নিশ্চিতভাবে দাবি করতে পারি না যে প্রতিটি নম্বর নির্ভুল। ছাপানো বা বিতরণের আগে একজন আলেম দিয়ে পুরো বইটি একবার যাচাই করিয়ে নেওয়ার জোরালো পরামর্শ রইল।

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন।